## ত্রিশ

স্পেনের সবচেয়ে পুরনো এবং দক্ষ এলিট সিকিউরিটি ফোর্স-গার্ডিয়া রিয়াল মধ্যযুগ থেকেই এক মহান আদর্শে উজ্জীবিত। গার্ডিয়া এজেন্টদের কাছে রাজপরিবারের নিরাপত্তা রক্ষা, রাজকীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, সেই সাথে রাজপরিবারের ঐতিহ্যের নিরাপত্তা রক্ষা, ঈশ্বর-প্রদত্ত আদেশের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

গার্ডিয়ার প্রায় দুই হাজার সেনার তত্ত্বাবধায়ক-কমান্ডার ডিয়েগো গার্জার বয়স ষাট বছর। গায়ের রঙ ময়লা, চোখ দুটো সরু। কালো চুলগুলো মাথার উল্টোদিকে নোয়ানো। ছোটখাটো দৈহিক গড়নের কারণে জনসমাগমের মধ্যে বিশেষ একটা নজরে আসেন না তিনি, প্রাসাদের দেয়ালের ভেতরে তার যে প্রভাব-সে সম্পর্কেও তাই জানা আছে খুব কম মানুষের।

অনেক আগেই গার্জা বুঝতে পেরেছেন-শারীরিক শক্তির মধ্যে নয়, ক্ষমতা আবদ্ধ থাকে রাজনৈতিক ঘেরাটোপে। গার্ডিয়া রিয়ালের সৈন্যদের উপর কর্তৃত্ব তাকে বিশেষ ক্ষমতা এনে দিয়েছে, এটা সত্যি। কিন্তু প্রাসাদের অনেক বিষয়েই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাটা তিনি পেয়েছেন রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পেরে।

গোপন কথাকে গোপন রাখতে জানেন কমান্ডার। এ ব্যাপারে তার সুনাম, এবং জটিল সমস্যা সমাধানের বিশেষ যোগ্যতা রাখেন বলে রাজার কাছে তিনি অপরিহার্য। এখন অবশ্য প্রাসাদের আরও অনেকের মতোই অনিশ্চিত একটা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। মৃত্যু পথযাত্রী রাজার শেষ সময় কাটছে প্যালাসিও ডি লা যারযুয়েলায়।

স্বৈরাচারী জেনারেল ফ্রান্সিস্কো ফ্রাঙ্কোর ছত্রিশ বছরের শাসনামলের পর, বিগত চার দশক ধরে নিষ্ঠার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করে আসছেন বর্তমান রাজা। ১৯৭৫ সালে ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর থেকে সরকারের হাতে হাত রেখে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করে আসছেন তিনি। আস্তে আস্তে কমিয়ে আনছেন পুরনো আর নতুনের ফারাক।

তরুণদের কাছে, পরিবর্তনের হার অতি সামান্য।

বয়োঃবৃদ্ধদের কাছে, এই পরিবর্তন হচ্ছে ধর্ম-দ্রোহীতার সামিল।

অনেকের কাছেই ফ্রাঙ্কোর রক্ষণশীল মতবাদ এখনও সাদরে গৃহীত, বিশেষ করে ক্যাথলিসিজমকে রাষ্ট্রধর্ম এবং জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে তুলে ধরার তার সিদ্ধান্তের এখনও কদর করে মানুষ। তবে স্পেনের ক্রমবর্ধমান তারুণ্যের ধারণা পুরোপুরি ভিন্ন। ধর্ম আর দেশকে এক সুতোয় গাঁথতে নারাজ তারা।

তাই এখন, রাজপুত্রের সিংহাসনে বসা নিয়ে সবাই বেশ উদ্বিগ্ন। কেউ জানে না, কোন পথে হাঁটবেন তিনি। দরকারী আচার-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও কখনও বাবাকে রাজনৈতিক পরামর্শ দিতে আসেননি জুলিয়ান। মাথা গলাননি রাষ্ট্রসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে। তাই অনেকের ধারণা, বর্তমান রাজার তুলনায় ভবিষ্যৎ রাজা বেশ উদারপন্থী নীতি অনুসরণ করবেন।

আজ রাতেই ভেঙে পড়বে জানা-অজানার মাঝখানের দেয়াল।

অসুস্থ থাকায় বিলবাওয়ের ঘটনাটার ব্যাপারে কোন বিবৃতি দিতে পারবেন না বর্তমান রাজা। তাই একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে ব্যাপারটা সামলানোর দায়িত্ব বর্তেছে জুলিয়ানের কাঁধে।

দেশের রাষ্ট্রপতিসহ উচ্চপদস্থ বেশ কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন। তবে রাজভবনের কোন বিবৃতি না আসায় বিস্তারিত মন্তব্য করেননি। তাই সরকারের প্রতিক্রিয়া কী হবে, তার পুরোটাই জুলিয়ানের উপর নির্ভর করছে। গার্জা অবশ্য এতে অবাক হননি। সবকিছুর সাথে ভবিষ্যৎ রাণী আমব্রা ভিদালের সম্পৃক্ততা রাজনৈতিক বোমায় পরিণত করেছে ঘটনাটাকে, তাই আগ বাড়িয়ে কেউ এই আগুনে হাত দিতে চাইছে না।

প্রিন্স জুলিয়ানের অগ্নিপরীক্ষা আজ, গার্জা ভাবলেন। চিন্তার গতির সাথে তাল মিলিয়ে ছুটছে পা, দ্রুত বেগে এগোচ্ছেন রাজকীয় অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। জুলিয়ানের চাইসুপরামর্শ... আর রাজার অবর্তমানে দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নিতে গার্জার কোন আপত্তি নেই।

হলওয়ে পেরিয়ে রাজপুত্রের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন গার্ডিয়া কমান্ডার। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে টোকা দিলেন পাল্লায়।

কোন জবাব নেই।

আজব তো! মনে মনে ভাবলেন গার্জা। জানেন, জুলিয়ান ভেতরেই আছে। বিলবাওতে দায়িত্বরত এজেন্ট ফনসেকার মাধ্যমে জানা গিয়েছে, আমব্রা ভিদাল নিরাপদ।

আবারও দরজায় টোকা দিলেন গার্জা। এবারও ফলাফল তথৈবচ।

তাড়াতাড়ি নবে মোচড় দিলেন কমান্ডার, দরজা পেরিয়ে প্রবেশ করলেন ঘরের ভেতর। শোবার ঘরের টেলিভিশনের আলো ছাড়া বাকি অ্যাপার্টমেন্ট ঢেকে রেখেছে আবছা আলো-আঁধারি। 'হ্যালো?'

এক মুহূর্ত পরই জুলিয়ানকে চিহ্নিত করতে পারলেন গার্জা। চুপচাপ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাজপুত্র। গায়ে এখনও সন্ধ্যার মিটিং-এ পরে যাওয়া স্যুট, এমনকী টাইটাও আলগা করেননি।

রাজপুত্রের মনের অবস্থা কল্পনা করতে পারছেন কমান্ডার। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটা থমকে দিয়েছে তাকে।

খুকখুক করে কেশে নিজের উপস্থিতি জানান দিলেন গার্জা।

অবশেষে মুখ খুললেন জুলিয়ান। 'আমব্রা আমার সাথে কথা বলতে চায়নি।' কষ্টের চেয়ে বিহ্বলতার মাত্রা বেশি তার কণ্ঠে।

গার্জা বুঝতে পারলেন না, কী জবাব দেবেন। আজ রাতে এত কিছু ঘটে যাবার পরও, প্রিন্সের ভাবনা তার বাগদত্তাকে নিয়ে!

'আমার মনে হয়, মিস ভিদাল ধাক্কাটা পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেননি। এজেন্ট ফনসেকার উপর তাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারপর না হয় যত ইচ্ছা কথা বলে নেবেন। তার নিরাপদ থাকার খবরে বেশ স্বস্তি পেয়েছি আমি।'

অন্যমনস্কভাবে নড করলেন জুলিয়ান।

'খুনিকে ট্র্যাক করা হচ্ছে,' প্রসঙ্গ পাল্টানোর প্রয়াস পেলেন গার্জা। 'ফনসেকা নিশ্চয়তা দিয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে ওই সন্ত্রাসী।' ইচ্ছে করেই সন্ত্রাসী শব্দটা বেছেছেন কমান্ডার, যাতে রাজপুত্রের মনোযোগ এদিকে ফেরানো যায়।

তবে কাজের কাজ কিছু হলো না। আবারও নড করলেন জুলিয়ান।

'রাষ্ট্রপতি এই ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন,' কথা চালিয়ে যাচ্ছেন গার্জা। 'তবে সরকার চায়, অনুষ্ঠানটার সাথে আমব্রার সম্পৃক্ততার ব্যাপারে বিস্তারিত মন্তব্য আপনি নিজে করুন।' বলে এক মুহূর্ত বিরতি দিলেন তিনি। 'বুঝতে পারছি বাগদানের পরপরই এরকম ঘটনা বেশ বিব্রতকর। তবে আমার পরামর্শ থাকবে, বিবৃতিতে আপনি আপনার বাগদত্তার স্বাধীনতার ব্যাপারে বিশেষ জোর দেবেন। সাথে এটাও বলবেন, এডমন্ড কির্শের সাথে আপনার বাগদত্তার রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল নেই-ব্যাপারটা আপনি জানেন। তারপরেও, জাদুঘরের ডিরেক্টর হিসেবে তার নেয়া সিদ্ধান্তের তারিফ করেন আপনি। আপনি অনুমতি দিলে সকালে প্রচারের জন্য বিবৃতিটা আমি নিজেই লিখে দিতে পারি।'

জানালার দিকে তাকিয়ে থেকেই জবাব দিলেন জুলিয়ান। 'যাই লিখুন না কেন, আমি চাইব তা যেন বিশপ ভালদেজপিনোকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নেয়া হয়।'

প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই শেষ মুহূর্তে নিজেকে থামালেন গার্জা। ফ্রাঙ্কো-পরবর্তী স্পেনে কোন রাষ্ট্রধর্ম নেই। রাজনৈতিক কোন ব্যাপারে চার্চের হস্তক্ষেপ কাম্যও নয়। রাজার সাথে বন্ধুত্ব ভালদেজপিনোকে রাজভবনে খবরদারি করার একটা

সুযোগ দিয়েছে বটে, তবে আজকের এই সমস্যা মোকাবেলায় বিশপের শক্ত ধাঁচের রাজনীতি আর ধর্মীয় উদ্দীপনা কোন কাজে আসবে না।

আমাদের এখন কৌশল চাই, ধর্মীয় চেতনা দিয়ে হবেটা কী!

গার্জা জানেন, জুলিয়ান বরাবরই ভালদেজপিনোকে পরিবারের একজন বলে ভেবেছেন। রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হিসেবে, রাজপুত্রের নৈতিক উন্নতির তত্ত্বাবধান করার সুযোগ পেয়েছেন বিশপ। নিষ্ঠার সাথে দায়িত্বটা পালনও করেছেন তিনি। শিক্ষক নির্বাচন, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পার্থক্য বোঝানো, এমনকি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার শিক্ষাও তার আওতাভুক্ত। এখন, বহু বছর পর, চোখের সামনে না থাকলেও অটুট রয়েছে জুলিয়ান আর ভালদেজপিনোর মধ্যকার সম্পর্ক।

'ডন জুলিয়ান,' শান্ত কণ্ঠে বললেন গার্জা। 'আমার মনে হয়, আজকের ব্যাপারটা শুধুমাত্র আপনার ও আমার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মাঝে থাকা উচিত।'

'তাই নাকি?' পেছন থেকে নতুন একটা কণ্ঠ ভেসে এল।

চমকে উঠে পেছনে ঘুরলেন গার্জা। ছায়ার ভেতর বসে আছে আলখেল্লাধারী একটা অবয়ব।

ভালদেজপিনো!

'কমান্ডার,' আবারও মুখ খুললেন বিশপ। 'কিছুক্ষণের মাঝেই আপনারা বুঝতে পারবেন-আমাকে আপনাদের কতটা দরকার।'

'এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা,' দৃঢ়ভাবে বললেন গার্জা। 'ধর্মসংক্রান্ত কিছু না।'

ভালদেজপিনোর কণ্ঠে অবজ্ঞার সুর। 'এই কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার উপর একটু বেশি আস্থা রেখে ফেলেছিলাম আমি। আমার মতে, বর্তমান অবস্থায় একটা কাজই করণীয় আছে। জাতিকে আশ্বস্ত করতে হবে, প্রিন্স জুলিয়ান ধর্মভীরু প্রকৃতির। স্পেনের ভবিষ্যৎ রাজা ধর্মপ্রাণ এক ক্যাথলিক ছাড়া আর কিছু নন।'

'আমি একমত...এজন্য তার বক্তব্যে সে কথার উল্লেখ রাখা হবে।'

'আর রাজপুত্র যখন প্রেসের সামনে উপস্থিত হবেন, তখন তার পাশে আমাকে দরকার হবে। তার কাঁধে আমার হাত প্রমাণ করবে, চার্চের সাথে তার সম্পর্ক কতটা গভীর। আপনার লেখার চাইতে এই একটা দৃশ্যই জনগণকে আশ্বস্ত করবে বেশি।'

মনে মনে রাগে ফুঁসতে শুরু করেছেন গার্জা।

'স্পেনের মাটিতে আজ নির্মম এক হত্যাযজ্ঞ দেখেছে বিশ্ববাসী,' প্রসঙ্গের ইতি টানলেন ভালদেজপিনো। 'আর সংঘাতের সময়, ঈশ্বরের হাতের চেয়ে বিশ্বস্ত...আর কিছু হয় না।'

## একত্রিশ

দানিয়ুবের বুকে, হাজার ফুট গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুদাপেস্টের আটটা ব্রিজের মধ্যে অন্যতম 'দ্য সেচেন্যি চেইন ব্রিজ'। পুর্ব-পশ্চিম সংযোগকারী ব্রিজটাকে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর সেতুও বলা হয়।

কী করছি আমি? অবাক হলেন র‍্যাবাই কোভেস, রেলিং-এর উপর দিয়ে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে নিচের অশান্ত, কালো পানির দিকে। বিশপ তো আমাকে ঘরে থাকতে বলেছিলেন।

কোভেস জানেন, এভাবে বাইরে বেরনো উচিত হয়নি। বছরের পর বছর ধরে এই ব্রিজে হাঁটতে আসেন তিনি। চারপাশের দৃশ্যগুলো দেখতে বড় ভালো লাগে তার। পুর্বদিকে, পেস্টে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রিশাম প্যালেসের আবছা কাঠামো...পশ্চিমে, বুদায়, সুউচ্চ পাহাড়চূড়ার উপর দাঁড়ানো বুদা ক্যাসল...উত্তরে দানিয়ুবের তীর, হাঙ্গেরির সবচেয়ে বড় স্থাপনা-পার্লামেন্ট ভবন পর্যন্ত বিস্তৃত।

তবে কোভেসের এখানে আসার পেছনে মূল আকর্ষণ এসব নয়।

তার আকর্ষণ তালাগুলোর প্রতি।

ব্রিজের রেলিং আর কাঠামো ধরে রাখা তারগুলোতে ঝুলে আছে হাজার হাজার তালা, প্রতিটার গায়ে নানা রকম অক্ষর সাঁটা। চিরকালের জন্য তালাগুলো আটকে দেয়া হয়েছে ব্রিজের সাথে।

প্রেমিক-প্রেমিকার নামের প্রথম অক্ষর লিখে তালাটা ব্রিজে আটকে দেয়ার পর, চাবিটা ফেলে দিতে হয় দানিয়ুবের অতলে। বলা হয়ে থাকে, এমন করলে চিরজীবি হবে সেই প্রেম।

সহজ স্বীকারোক্তি, একটা তালা স্পর্শ করে মনে মনে বললেন কোভেস। তোমার আত্মার সাথে জুড়ে দিলাম আমার আত্মা... চিরকালের জন্য।

যখনই পৃথিবীতে বিরাজমান অসীম ভালবাসার কথা মনে পড়ে কোভেসের, তালাগুলো দেখতে চলে আসেন এখানে। আজকের অবস্থাও সেরকম। পানির দিকে তাকাতেই মনে হলো, পৃথিবীটা যেন একটু দ্রুত ঘুরছে...অন্তত তার জন্য।

কিংবা হয়তো, এখানে থাকার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছি আমি।

'আ ভিয়েল,' পেছন থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল। 'পানিটা জীবিত।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে কোঁকড়া চুলের এক ছেলেকে দেখতে পেলেন র‍্যাবাই ইহুদা, চোখে আশার আলো। তার মনে হতে লাগল যেন নিজেকেই দেখছেন।

'বুঝলাম না,' জবাব দিলেন কোভেস।

কথা বলার জন্য মুখ খুলল ছেলেটা। কিন্তু শব্দের বিনিময়ে মুখ থেকে ভেসে এল যান্ত্রিক গুঞ্জন। সেই সাথে চোখ ফুঁড়ে বেরোচ্ছে অত্যুজ্জ্বল আলো।

ভয়ে খাবি খেতে খেতে ঘুম ভাঙল কোভেসের। সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে।

'হে ঈশ্বর!'

টেবিলে রাখা ফোনটা বেজে উঠল হঠাত। চমকে গিয়ে হাযিকোর চারদিকে নজর বুলিয়ে আনলেন র‍্যাবাই। কাছে-পিঠে কেউ নেই। উপলব্ধি করলেন, ধুকপুক করছে হৃৎপিণ্ড।

সম্ভবত বিশপ ভালদেজপিনো ফোন করেছেন। ভাবতে ভাবতে কল রিসিভ করে ফোন কানে ঠেকালেন কোভেস। 'ওদিকের খবর কী, বিশপ?'

'র‍্যাবাই ইহুদা কোভেস?' অচেনা একটা কণ্ঠ ভেসে এল ফোনে। 'আমাকে আপনি চিনবেন না। যা বলি, মনোযোগ দিয়ে শুনুন।'

চোখ থেকে ঘুম পালিয়েছে। নড়ে-চড়ে বসলেন কোভেস। কণ্ঠটা মেয়েলী, তবে কেমন যেন একটু খাপছাড়া। কথা ইংরেজীতে বললেও সুরে স্প্যানিশ টান স্পষ্ট। 'নিরাপত্তার খাতিরে কণ্ঠটা ফিল্টার করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। তবে একটু পরই ব্যাপারটার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন।'

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন কোভেস।

'আমি এক অতন্দ্র-প্রহরী: জনগণের কাছ থেকে সত্যি লুকাতে চায়, এমন লোকদের ঘৃণা করি।'

'ব...বুঝলাম না কথাটা।'

'র‍্যাবাই কোভেস, আমি জানি, তিনদিন আগে মনসেরাট আশ্রমে বিশপ ভালদেজপিনো, আল্লামা সৈয়দ আল-ফযল এবং এডমন্ড কির্শের সাথে একই মিটিঙে আপনিও উপস্থিত ছিলেন।'

কথাটা এই মেয়ে কীভাবে জানল!

'আমি এ-ও জানি, নিজের আবিষ্কারের ব্যাপারে আপনাদের তিনজনকে জানিয়েছেন এডমন্ড কির্শ... আর এখন ব্যাপারটা গোপন করার চক্রান্তে সামিল হয়েছেন সবাই।'

'কী!'

'আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন, নইলে হয়তো কালকের সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য কপালে জুটবে না। অকালে খুন হবেন বিশপ ভালদেজপিনোর হাতে।' এক মুহূর্তের জন্য থামল কণ্ঠটা। 'ঠিক যেমনটা হয়েছে এডমন্ড কির্শ আর আপনার বন্ধু সৈয়দ আল-ফযল।'

## বাত্রিশ

বিলবাওয়ের লা সালভে ব্রিজ, গুগেনহাইম জাদুঘরের বেশ কাছে অবস্থিত। যার কারণে দূর থেকে কাঠামো দুটোকে একসাথে লাগোয়া বলে মনে হয়। ব্রিজের লাল রঙের ইংরেজি এইচ আকৃতির বিশালাকায় সাপোর্ট কাঠামোর কারণে চেনাও যায় খুব সহজেই। 'লা সালভে' নামটা এসেছে প্রাচীন উপকথা থেকে। বলা হয়, সাগর থেকে নাবিকরা নদী-পথে বাড়ী ফেরার সময় ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রার্থনা করত।

জাদুঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর, দ্রুত পায়ে ভবন এবং নদীর তীরের মধ্যকার দুরত্বটুকু পেরিয়ে এসেছে ল্যাংডন আর আমব্রা। উইন্সটনের কথামতো এখন দাঁড়িয়ে আছে পথে, ব্রিজের ঠিক নিচে।

*কীসের জন্য অপেক্ষা করছি?* আপন মনে ভাবছে ল্যাংডন।

পাতলা সন্ধ্যাকালীন পোশাক পরার মাশুল দিতে হচ্ছে আমব্রাকে। কাঁপছে অনবরত। নিজের টেইল জ্যাকেট খুলে মেয়েটার গায়ে জড়িয়ে দিল ল্যাংডন।

আচমকা কাজটা করায় চমকে গেল আমব্রা।

এক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডনের আশঙ্কা হলো, হয়তো একটু বেশি করে ফেলেছে সে। তবে মেয়েটার চোখে কৃতজ্ঞতার ছাপ দেখে ভুল ভাঙতে দেরি হলো না।

'ধন্যবাদ তোমাকে,' বিড়বিড় করে বলল আমব্রা, সহজ হয়ে এসেছে। 'সাহায্য করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

চোখে চোখ রাখা অবস্থাতেই এগিয়ে এল মেয়েটা। নিজ হাতে জড়িয়ে ধরল ল্যাংডনের হাত, যেন শুষে নিতে চাইছে সিম্বলজির প্রফেসরের হাতে লুকিয়ে রাখা উত্তাপ।

ছেড়ে দিল পরমুহূর্তেই। মুখে বলল, 'দুঃখিত। *কন্ডাক্টা ইম্প্রোপিয়া*, মা এটাই বলতেন।'*অসঙ্গত আচরণ।*

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল ল্যাংডন। 'বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ আচরণ-এটা আমার মা বলতেন।'

জবাবে পাল্টা হাসল আমব্রা। 'অসুস্থবোধ করছি,' চোখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিতে নিতে বলল তারপর। 'আজ রাতে, এডমন্ডের সাথে যা ঘটল...'

'ভয়ঙ্কর,' মন্তব্য করল ল্যাংডন, সে নিজেও ধাক্কাটা পুরোপুরি সামলে নিতে পারেনি।

পানির দিকে তাকয়ে আছে আমব্রা। 'আর আমার বাগদত্তা-ডন জুলিয়ানও এসবের সাথে সম্পৃক্ত ভেবে...'

'বুঝতে পারছি,' কীভাবে জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছে না ল্যাংডন। 'পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে সিদ্ধান্তে যাওয়া সম্ভবত ঠিক হবে না। হতে পারে রাজপুত্র এ ব্যাপারে জানতেন না। খুনি একাই কাজ করেছে। কিংবা অন্য কেউ কলকাঠি নাড়ছে সবকিছুর পেছনে। স্পেনের হবু রাজা এরকম একটা জনবহুল অনুষ্ঠানে কাউকে খুন করাবেন, কথাটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য না... বিশেষ করে যখন সহজেই সূত্র তার কাছে পৌঁছাচ্ছে।'

'আমরা তার সম্পৃক্ততা বুঝতে পারছি। কারণ, উইন্সটন খুনির পরিচয় ধরতে সক্ষম হয়েছে। জুলিয়ান হয়তো ভেবেছিল, আততায়ীর পরিচয় কেউ বের করতে পারবে না।'

কথায় যুক্তি আছে, স্বীকার করতে বাধ্য হলো ল্যাংডন।

'এডমন্ডের প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে জুলিয়ানের সাথে কথা বলাই উচিত হয়নি আমার,' বলে চলেছে আমব্রা। 'শুরু থেকেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করার ব্যাপারে আমাকে পিড়াপিড়ি করছিল সে। তাই তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যই বলেছিলাম সবকিছু। এ-ও বলেছিলাম, অনুষ্ঠানটা আসলে একটা ভিডিও প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। আর কাজটা করা হবে এডমন্ডের স্মার্টফোনের মাধ্যমে।' একটু বিরতি নিল মেয়েটা। 'অর্থাৎ আমরা এডমন্ডের ফোন নিয়ে পালিয়েছি কথাটা জানাজানি হলে ওরা বুঝতে পারবে, আবিষ্কারটা এখনও প্রচার হওয়া সম্ভব। আমি আসলেই জানি না, কাজ হাসিল করার জন্য জুলিয়ান কতদূর যাবে।'

মেয়েটার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল ল্যাংডন। 'বাগদত্তাকে বিশ্বাস করো না তুমি, তাই না?'

বড় করে শ্বাস নিল আমব্রা। 'আসলে ওকে এখনও পুরোপুরি চিনে উঠতে পারিনি।'

'তাহলে বিয়েতে রাজি হলে কেন?'

'সহজ উত্তর। জুলিয়ান আমাকে এমন এক পরিস্থিতিতে ফেলে, যেখানে আর কিছু করার উপায় ছিল না।'

জবাবে ল্যাংডন কিছু বলার আগেই মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। পায়ের নিচের সিমেন্টের মেঝেতে কম্পন ধরাচ্ছে যান্ত্রিক আওয়াজ। আস্তে আস্তে শব্দ বাড়ছে। নদীর দিক থেকে ডানপাশ ধরে আসছে আওয়াজটা।

কয়েক মুহূর্ত পর, গাঢ় একটা কাঠামো তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল ল্যাংডন-আলো নেভানো একটা পাওয়ারবোট। সিমেন্টের পাড়ে এসে নিপুণভাবে থামল বাহনটা।

সামনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ল্যাংডন। সত্যি বলতে এতক্ষণ এডমন্ডের তৈরি কম্পিউটারের কথায় ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না ও। তবে এখন, নদীর তীরে দাঁড়ানো হলদে রঙের একটা ওয়াটার ট্যাক্সি সব সন্দেহ দূর করে দিয়েছে।

তাদের দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল বোটের ক্যাপ্টেন। 'আপনার ব্রিটিশ বন্ধু ফোন করেছিল আমাকে। বলল, ভি.আই.পি. যাত্রী... তিনগুণ ভাড়া দেবেন। তার কথামতোই সব আলো নিভিয়ে রেখেছি।'

'ধন্যবাদ,' সায় দিল ল্যাংডন। উইন্সটন 'ছেলেটা' ভালো কাজ দেখিয়েছে।

এগিয়ে এসে আমব্রাকে বোটে উঠতে সাহায্য করল ক্যাপ্টেন। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে, আরোহণ-পর্ব সেরে ছোট্ট কেবিনে ঢুকে পড়ল মেয়েটা। তাকে চিনতে পেরে ক্যাপ্টেন ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ইনিই তাহলে আমার ভি.আই.পি. যাত্রী? সিনোরিটা আমব্রা ভিদাল?'

'তিনগুণ ভাড়া,' তাকে মনে করিয়ে দিল ল্যাংডন।

'হ্যাঁ... হ্যাঁ! ঠিক আছে!' সায় দিয়ে ইঞ্জিন চালু করল লোকটা। কয়েক মুহূর্ত পর দেখা গেল, অন্ধকার ফুঁড়ে পশ্চিমদিকে ছুটছে বোট।

বামদিকে তাকিয়ে গুগেনহাইম জাদুঘরের বিশাল কাঠামোটা দেখতে পেল ল্যাংডন। পুলিশের গাড়ির হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে চারদিক। উপরের আকাশে উদয় হয়েছে একটা হেলিকপ্টার।

সবে তো শুরু, মনে মনে ভাবল সিম্বলজির প্রফেসর। তারপর পকেট থেকে বের করল এডমন্ডের দেয়া কার্ডটা। এডমন্ড বলেছিল, এটা কোন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দেখালেই চলবে। তবে সেটা যে ওয়াটার ট্যাক্সি হবে, তা আর কে জানত!

'আমাদের ব্রিটিশ বন্ধু...' ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে গলা চড়াল ল্যাংডন। 'সম্ভবত গন্তব্য সম্পর্কে আপনাকে বলেছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ! আমি তাকে জানিয়েছি, বোটে করে অবশ্য একেবারে গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে না। তিনশো মিটার হাঁটতে হবে। সে বলেছে, এতেই নাকি চলবে।'

'বেশ ভালো কথা। আর জায়গাটা এখান থেকে কত দূরে?'

ডান পাশে হাইওয়ের দিকে ইঙ্গিত করল ক্যাপ্টেন। 'রোড সাইন অনুযায়ী, সাত কিলোমিটার। তবে বোটের হিসাবে আরেকটু বেশি।'

সাইনটার দিকে তাকাল ল্যাংডন।

এরোপুয়ের্তো বিলবাও (বি.আই.ও.)✈৭ কি. মি.

মুচকি হাসল ল্যাংডন। এডমন্ডের বলা কথাগুলো যেন মাথার ভেতর বাজছে। খুব সহজ কোড, রবার্ট। ঠিকই বলেছিল সে। অবশেষে কোডটার পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে ল্যাংডন।

বি.আই.ও. হচ্ছে স্থানীয় বিমানবন্দরের কোড।

এটা বুঝতে পারার সাথে সাথে আপনা-আপনিই মাথায় চলে এসেছে কোডের বাকি অংশটুকু।

ইসি৩৪৬

ল্যাংডন জানত, এডমন্ডের ব্যক্তিগত বিমান আছে। যদিও কখনও চোখে দেখেনি অবশ্য। আর সন্দেহ নেই, এসপানা শব্দের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী...স্প্যানিশ জেটের কান্ট্রি কোড নাম্বার হবে ই।

অর্থাৎ ইসি৩৪৬ হচ্ছে একটা ব্যক্তিগত জেট বিমান।

ক্যাবে চড়ে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর, সিকিউরিটির কাউকে এডমন্ডের দেয়া কার্ডটা দেখালেই বিমানটার কাছে নিয়ে যাওয়া হত ওকে।

আশা করি আমাদের আসার কথা পাইলটকে জানিয়ে রেখেছে উইন্সটন, ভাবতে ভাবতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ল্যাংডন। পেছনে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে জাদুঘরের কাঠামো।

সে একবার ভাবল, কেবিনে গিয়ে আমব্রার সাথে যোগ দেয়। তবে বাইরের মুক্ত হাওয়া বেশ ভালো লাগছে। তাছাড়া সুস্থির হওয়ার জন্য মেয়েটার একটু সময় দরকার।

আমার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, ভাবল সিম্বলজির প্রফেসর। তারপর সরাসরি তাকাল সামনের দিকে।

অশান্ত বাতাসে উড়ছে মাথার চুল। গলা থেকে বো টাই খুলে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল ল্যাংডন। গলার বোতামটা খুলে বুক ভরে টেনে নিল রাতের ঠান্ডা বাতাস।

এডমন্ড... কী এমন চিজ আবিষ্কার করলে তুমি!